মন্মথ রায়

প্রণীত

রূ
প
ক
থা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রচনা-কাল

২৭শে অক্টোবর—১৭ই নভেম্বর

১৯৩৮

৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ফ্ল্যাট আট, কলিকাতা

বারো আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণীয়া ঊষারাণী দত্তগুপ্তা

পরমাত্মীয় ভূপেন্দ্রমোহন দত্তগুপ্ত

শ্রীকরকমলেষু

মন্মথ রায়

৩-১২-৩৮

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স কর্ত্তৃক

কলিকাতা

ফার্ষ্ট এম্পায়ারে

মন্মথ রায়ের

রূপকথা

উদ্বোধন

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮

সন্ধ্যা ৬৷৷০টা

প্রযোজক	মধু বোস
সুরশিল্পী	তিমিরবরণ
নৃত্যরচয়িত্রী	সাধনা বোস
শিল্পপরিচালক	গীতা ঘোষ
সঙ্গীত রচয়িতা	অজয় ভট্টাচার্য্য
মঞ্চাধ্যক্ষ	হেমন্ত গুপ্ত
দৃশ্যপটশিল্পী	সুধাংশু চৌধুরী
পরিচ্ছদ পরিকল্পনা	সাধনা বোস
রূপসজ্জাকর	শ্যাম ও হামিদ

কুশীলবগণ

রাজকন্যা	সাধনা বোস
সোনা	রিণা সেন
রূপা	মধু বোস
হন্ত	বোকেন চট্টো
দন্ত	সুশান্ত মজুমদার
হসন্ত	বিভূতি গাঙ্গুলী
দৈত্য (অভিশপ্ত যক্ষ)	অহীন্দ্র চৌধুরী
কবন্ধ	কালী ঘোষ
মুক্তা	শেফালী দে
রাজপুত্র	প্রীতিকুমার মজুমদার

লেখকের কথা

আমাদের কল্পলোকে যে রাজকন্যা বন্দিনী ছিল শ্রীযুক্তা সাধনা বোস ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের আগ্রহে তাকে মুক্তি দিতেই আমাকে লিখতে হল এই রূপকথা।

মধুবোসের প্রযোজনায় সাধনাবোসের অভিনয় ও নৃত্যলীলায় অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট-নৈপুণ্যে তিমিরবরণের সুর মাধুর্য্যে অজয় ভট্টাচার্য্যের গীতমালায় আমার রূপকথার অরূপরতন যে অপরূপ রূপলাভ করেছে সেই রূপ-রতন আমার জীবনের এক পরম সম্পদ হ'য়ে রইল।

মন্মথ রায়

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৮
৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

—আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা—১৩ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—

মন্মথ মনমত লিখিল যে কথা

চিরনব সে কাহিনী সে যে রূপকথা

অজেয় "অজয়" পিক—বন-বীথিকার,

"রূপকথা"-গান গায়, কবি-গীতিকার।

সাধনা বোসের কথা-নৃত্যের ছন্দে,

লীলায়িত তনু-মন রূপ-রস-গন্ধে।

অহীন্দ্র—যেন সে ইন্দ্র, নট-অলকায়,

আপন প্রতিভালোকে আজও ঝলকায়।

প্রযোজনা মধু বোস—চির-মধুময়,

মধুর মাধুরী মন যেন করে জয়।

সুরের সায়রে দোলে অরূপ-রতন,

বীণায় বাঁধিল তারে "তিমিরবরণ"!

মায়াবী সে গীতা ঘোষ—গীতার গীতালী,

সুরে নয়, গানে নয়—আলোর দীপালী।

ফাষ্ট' এম্পায়ার—৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মরুপ্রান্তরে দৈত্য নির্ম্মিত পাষাণপুরী। ঐশ্বর্য্যের মহাসমারোহ।
স্বপ্নালোকিত অংশে স্বর্ণপালঙ্কে নিদ্রিতা এক রাজকন্যা।
কক্ষের রূপ-সজ্জার মধ্যে বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে
এক রাখাল এবং এক রাখাল-প্রিয়ার আলিঙ্গন-
বদ্ধ এক সুবৃহৎ পাষাণমূর্ত্তি। রাজ-
কন্যার প্রহরী ও প্রহরিণী রূপা
ও সোনা। রূপার হাতে
রূপার কাঠি, সোনার
হাতে সোনার
কাঠি। রূপার পরিচ্ছদ
রৌপ্যবর্ণ—সোনার পরিচ্ছদ
স্বর্ণবর্ণ। উভয়েরই বাম হস্তে বর্শা।
শেষরাত্রি। শুধু রাজকন্যা নিদ্রিতা
নয়, প্রহরী প্রহরিণীও ঘুমে ঢুলছে।
শিঙাধ্বনিতে রাত্রি প্রভাত সূচিত হ'ল। কিন্তু
সোনা রূপা কেউ জাগ্‌ল না। চোরের মত হস্ত দন্ত
দু'জন যক্ষানুচর রক্ষের প্রবেশ। রক্ষদের মুখে মুখোস।

হস্ত। (চারদিকটা দেখে) ভোর হ'য়েছে—শিঙা বাজ্‌ছে —তাও ঘুমোচ্ছে!

দু'জনে চোরের মত কি খুঁজতে লাগ্‌ল

দন্ত। তা'হলে ভয় নাই।

তৃতীয় যক্ষানুচর রক্ষ হসন্ত সেখানে এসে দাঁড়াল

হসন্ত। এই! কি হ'চ্ছে!

হস্ত দন্ত চম্‌কে উঠ্‌ল—তিনজনে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল

হসন্ত। দেখ্‌ছি হস্ত! তুমি—? দন্ত! এখানে কি ক'র্‌ছিলে?

হস্ত। বলিস নি ভাই···কাউকে বলিস নি ভাই হসন্ত! দৈত্যরাজ তাহ'লে আস্ত রাখ্‌বে না!

দন্ত। তুই এসেছিস্‌ হসন্ত, ভালোই হ'য়েছে। তবে শোন্—

হসন্ত। বল্—

দন্ত। দৈত্যরাজ সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে আর এক রাজকন্যা ধরে' এনেছে।

হসন্ত। কবে ?

হন্ত। আজ রাত্রে।

হসন্ত। রাজকন্যা কোথায় ?

হন্ত। এখানে মানুষের গন্ধ পাচ্ছিস না ?

তিনজনেই নাক শুঁকল

হসন্ত। হুঁ !···খেতে এসেছিস্ ?

হন্ত ও দন্ত। হুঁ !

হসন্ত। তারপর দৈত্যরাজ ?

হন্ত। সবটা খেয়ে ফেল্‌ব। হাড়গোড় কিছু রাখ্‌ব না। বুঝবে পালিয়ে গেছে।

দন্ত। সোনা রূপা পাহারায় আছে। ঘুমোচ্ছে। দোষ পড়বে ওদের ঘাড়ে।

হন্ত। (গন্ধ শুঁকে) ওরে, আর তো তর সইছে না······

দন্ত। আমি মাথাটা······

হন্ত। চোখ দু'টো কিন্তু আমার !

হসন্ত। না—না—কোনবারই আমি চোখ পাই না ! চোখ দু'টো আমার।

হন্ত। চোখ দু'টো রাজকন্যার—কিন্তু চাই আমি।

দন্ত। মাথাটা আমার, আর চোখ হবে তোর ?

হসন্ত। তোর যখন মাথা—তোরই চোখ! কিন্তু, আমি তা চাই নে। আমি চাই রাজকন্যার চোখ।

হন্ত। তুই দন্ত—দাঁত নে।

দন্ত। তুমি হন্ত—হাত নাও না কেন ?

হসন্ত রাজকন্যার খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে এরা দু'জনে গিয়ে তাকে ধরে' ফিরিয়ে আন্‌ল

হন্ত। কোথায় যাচ্ছ ? আগে ভাগ ঠিক হোক্।

দন্ত। হ্যাঁ বাবা, আমি হ'চ্ছি কালনেমির ভাগ্নে! ভাগটা আগেভাগেই চাই! আমার মাথা!

হসন্ত। (রেগে) তোমার মাথা!

দন্ত। ভালো হ'চ্ছে না ব'ল্‌ছি! (আক্রমণোদ্যত)

হসন্ত। তবে রে! (আক্রমণোদ্যত)

হন্ত। তবে রে! (আক্রমণোদ্যত)

রূপা ও সোনা উভয়েই জেগে উঠ্‌ল ; তারা চোখ

মেল্‌ছে দেখতে পেয়ে তিন
জনেই পালিয়ে গেল। রূপা
নৃত্যের তালে তালে সোনার
কাছে এসে গানে গানে
ব'ল্‌ল—

গীত

রূপা। এই যে নয়া রাজকন্যা
ঘুমায় পালঙ্কে,
(তোর) সোনার কাঠির পরশ দিয়ে
জাগিয়ে তারে দে।
(ও তার) তারার মত চোখের তারা।
দেখ্‌বো আমি রে॥

সোনা। না—না—না বুদ্ধি যেমন ব'লছ তেমন
এ কাজ হবে না ;
দৈত্য রাজা জানলে পরে রক্ষা পাবে না

রূপা। রাজকন্য জানে না তো কত ভালবাসি,
জানলে পরে ঘুমের মাঝেই আমায় নিত আসি।

সোনা। তোমার দুখে ইচ্ছে করে
আমিই পরি ফাঁসি॥

নাচতে নাচতে হস্ত দন্ত হসন্ত এবং যক্ষানুচর রক্ষগণের প্রবেশ

গীত

রক্ষগণ। হাউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ
নিরামিষে চলে না আর
আমিষ ফলার চাউ।
মানুষের গন্ধ পাঁউ ॥

রূপা। গন্ধ পাওয়াই সার যে তোদের
মানুষ পাবি নে,
বামন হ'য়ে চাঁদে হাত
একেই বলে রে ॥

তারা এসে নিদ্রিতা
রাজকন্যাকে দেখ্‌ল
এবং রূপার কণ্ঠে কণ্ঠ
মিলিয়ে গাইল

রক্ষগণ। এই যে নয়া রাজকন্যা ঘুমায় পালঙ্কে
(তোর) সোনার কাঠির পরশ দিয়ে জাগিয়ে তারে দে !
(ও তার) তারার মতো চোখের তারা দেখবো মোরা রে !

সোনা। যা ব'লেছিস্ বলিস্ নে আর আস্‌বে দৈত্যরাজা।
চোখের আগুন দিয়ে তোদের ক'র্‌বে মাংস ভাজা॥
ছায়া হ'য়ে পালিয়ে গিয়ে আপন পরাণ বাঁচা;
নইলে যাবি যমের বাড়ী
বুড়ো জোয়ান কাঁচা॥

সহসা যক্ষের আগমনী বাদ্য। রূপা ও সোনা—ইঙ্গিতে ব'লল "পালাও"—

এক সোনা বাদে সবাই নাচ্‌তে নাচ্‌তে সরে' পড়্‌ল। দৈত্যের আবির্ভাব—সোনা নাচ্‌তে নাচ্‌তে দৈত্য-রাজের সামনে এসে দাঁড়াল—দৈত্য ইঙ্গিতে তাকে ব'ল্‌ল "সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাও"। সোনা গিয়ে রাজকন্যাকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাল। দৈত্য দৃশ্যের পশ্চাদ্দেশে দাঁড়িয়ে রাজকন্যাকে লক্ষ্য ক'র্‌তে লাগ্‌ল; সোনা রাজকন্যার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল

রাজকন্যা। (জেগে উঠে চারদিক দেখে) একি! এ তো রাজপুরী নয়! এ আমি কোথায় এলাম! আমি কি এখনও স্বপ্ন দেখছি!

অট্টহাস্য; সহসা নেপথ্য থেকে ভেসে

এল বহু কণ্ঠের সম্মিলিত অট্টহাস্য।
রাজকন্যা ভয়ে শিউরে উঠে চীৎকার
ক'রে উঠ্‌ল। অট্টহাস্য থেমে গেল

রাজকন্যা। স্বপ্ন! স্বপ্ন! এ আমার সেই দুঃস্বপ্ন! রাজপুরীর মনিকোঠায় নিশুতি রাতে মালা হাতে ব'সে ছিলাম! পথ-ভোলা রাজপুত্রের মন-ভোলানো বাঁশী শুনতে কান পেতে ব'সে ছিলাম! দুয়ার আমার খোলা ছিল। রাজপুত্র এলো না। বাঁশী আর বা্‌জল না। খোলা দুয়ার দিয়ে এলো এক দৈত্য! হাতের মুঠোয় আমায় তুলে নিয়ে—উঃ

ভয়ে শিউরে উঠে চোখ বুজ্‌ল;
মৃদু বাদ্য বেজে উঠ্‌ল।
রাজকন্যা ধীরে ধীরে চোখ
মেলতেই দেখে সম্মুখে দৈত্য।
রাজকন্যা ভয়ে চীৎকার ক'রে
দূরে সরে দাঁড়াল

যক্ষ। ভয় পেয়ো না। ভয় পেয়ো না রাজকন্যা! যুগ-যুগান্ত আমি তোমারি প্রতীক্ষা ক'র্‌ছি। পৃথিবীর এক প্রান্ত

থেকে তোমাকেই খুঁজেছি। তুমি আমার যুগ-যুগান্তরের সাধনা। আমাকে তুমি ভয় পেয়ো না রাজকন্যা···

রাজকন্যা। ও! তুমি তবে সেই যক্ষ? স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত সেই যক্ষ? মরুভূমির পারে এই বুঝি তোমার সেই পুরী?

যক্ষ। জানো দেখ্‌ছি।

রাজকন্যা। তোমার কথা—তোমার গল্প কে না জানে! আজ যে তা রূপ-কথা! সবাই শুনেছে। তোমার ভয়ে মেয়েরা রাত্তির বেলায় অভিসারে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তোমার ভয়ে মেয়েরা বাতায়ন খোলা রেখে শোয় না।

যক্ষ। তোমার বাতায়ন তো খোলা ছিল।

রাজকন্যা। পথ-ভোলা রাজপুত্রের মন-ভোলানো বাঁশী শুন্‌বো ব'লে বাতায়ন আমার খোলা ছিল।

রূপার প্রবেশ

যক্ষ। (রূপাকে) কি?

রূপা। (কান পেতে দূরের কোন শব্দ শুন্‌তে চেষ্টা ক'রে) আস্‌ছে···!

যক্ষ। (কান পেতে শুনে) হুঁ ! আস্‌ছে। হাঃ হাঃ হাঃ কিন্তু কতদূর আস্‌বে! ক্ষুধার্ত্ত মরুভূমি···এখনি গ্রাস ক'র্‌বে।

রূপাকে চ'লে যাবার ইঙ্গিত, রূপার প্রস্থান

হ্যাঁ, স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত আমি। শুনেছ ? কেন নির্ব্বাসিত তাও কি শুনেছ ?

রাজকন্যা। কে আস্‌ছে ? ক্ষুধার্ত্ত মরুভূমি কাকে গ্রাস ক'র্‌বে ?

যক্ষ। যে ওর মুখে এসে পড়বে। মরুভূমির কথা জানো না, আর তুমি জানো আমার কথা ? হাঃ হাঃ হাঃ—

রাজকন্যা। জানি না ? ব'ল্‌বো ? স্বর্গে তুমি কুবেরের দেহরক্ষী ছিলে।

যক্ষ। আচ্ছা।—

রাজকন্যা। সেই দর্পে তোমার যা খুসী তাই ক'র্‌তে।

যক্ষ। ক'র্‌বারই কথা।—

রাজকন্যা। না। তুমি তা পারো না। সেটা স্বর্গ।

যক্ষ। স্বর্গ তুমি দেখে এসেছ, না ?

রাজকন্যা। না দেখ্‌লেও জানি। যক্ষ হ’য়ে—তোমার স্পর্দ্ধা—এক দেবতার মেয়েকে তুমি—

যক্ষ। হ্যাঁ, ভালবেসেছিলাম—

রাজকন্যা। তা তুমি পারো না।

যক্ষ। সে মেয়েও আমায় ভালবেসেছিল।

রাজকন্যা। তবু না। তুমি যক্ষ।

যক্ষ। কিন্তু, আমি তাকে পেয়েছিলাম।

রাজকন্যা। পেয়েছিলে! না, দৈত্যের মতো চুরি ক’রে পালিয়েছিলে! তাই কুবেরের অভিশাপে তুমি আজ দৈত্য—স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত।

যক্ষ। আমি মুক্তি—মুক্তি চাই।

রাজকন্যা। হাঃ হাঃ হাঃ মুক্তি! মুক্তি!

যক্ষ। অদ্ভুত তুমি! আমাকে দেখে তোমার কিছুমাত্র ভয় হ’চ্ছে না দেখ্‌ছি!

রাজকন্যা। না, বরং দয়াই হ’চ্ছে! এ নির্ব্বাসন থেকে তোমার মুক্তি নেই! মুক্তি নেই!

যক্ষ। কিন্তু আমার মুক্তি না হ’লে তোমারো মুক্তি নেই রাজকন্যা…

রাজকন্যা। আমার মুক্তির জন্য আমি ভাবছি না ; আমি ভাবছি—তোমার কি হবে ? আমি জানি কিনা !

যক্ষ। কী জানো তুমি ?

রাজকন্যা। যক্ষ হ'য়েও তুমি দৈত্যের আচরণ ক'রেছিলে ! তাই কুবেরের বিধানে—মানবীর প্রেম পেয়ে যেদিন তুমি ধন্য হবে, সেইদিন হবে তোমার শাপমুক্তি ! কী ক'রে তা হবে ! পৃথিবীর কোন্ মেয়ে তোমায় ভালবাস্‌বে ?

যক্ষ। কেন—কেন রাজকন্যা ? আমার অতুল প্রতাপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্ত যৌবন—পৃথিবীর কোন মেয়েই কি—

রাজকন্যা। চেয়েছে ? আজ কত যুগ ধরে' ঐ প্রলোভনে তুমি কত মেয়েকে জয় করতে চেয়েছ, পেরেছ ?

যক্ষ। না পারি নি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌ছি, পারি নি। ক্রুদ্ধ হ'য়ে কাউকে আমি গলা টিপে মেরেছি, কাউকে ক'রে রেখেছি ক্রীতদাসী !......এই আমার এক ক্রীত-দাসী। (পাষাণ-মূর্ত্তিটি দেখিয়ে) আর কাউকে ক'রে রেখেছি পাষাণ—ঐ এক পাষাণ—

রাজকন্যা পাষাণমূর্ত্তিটিতে দেহভার দিয়ে দাঁড়িয়ে

ছিল, শোনামাত্র চম্‌কে
উঠে ভয়ে চীৎকার ক'রে
স'রে দাঁড়াল

প্রায় হাজার বছর আগে ঐ মেয়ে ছিল এক কৃষক-কন্যা—দীন দরিদ্র কৃষক-কন্যা। নিয়ে এলাম আমার পুরীতে—রাণীর ঐশ্বর্য্য তার পায়ে রাখ্‌লাম···কিন্তু··· তবু তার মন পেলাম না! মন পেল এক রাখাল, তেপান্তরের মাঠে বাঁশী বাজাতো, আর গরু চরাতো! পরিণাম হ'ল তার ঐ!

রাজকন্যা ভয়ে আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ

সোনা!

সোনা এগিয়ে এল

রাজকন্যা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।···আমিও! আ মি ও!

সঙ্গে সঙ্গে মধুবর্ষী বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। ক্রীতদাসীরা
এসে যক্ষ ও রাজকন্যাকে ব্যজন ক'র্‌তে লাগল
এবং নৃত্যগীতে মনোরঞ্জন ক'র্‌তে লাগ্‌ল—
রাজকন্যা কিন্তু পাষাণ-প্রতিমার
মতই দাঁড়িয়ে রইল

যক্ষ। (তা লক্ষ্য ক'রে নর্ত্তকীদের প্রতি) দাঁড়াও!

নৃত্যগীত তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। যক্ষ ধীরে ধীরে
রাজকন্যার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল

মনে হ'চ্ছে তোমার দেহে প্রাণ নেই। সোনা, আমার
চাবুক—

রাজকন্যা কোনও উত্তর দিল না

আমি দেহকে প্রাণহীন ক'র্‌তেও জানি, আবার প্রাণ-
হীন দেহে প্রাণ সঞ্চার ক'র্‌তেও জানি। সোনার কাঠি,
রূপার কাঠি জানো? রূপা—

রাজকন্যা মুখ ফেরালো। যক্ষ
রাজকন্যার অলক্ষ্যে রূপার কানে
কানে কি ব'লে হঠাৎ গর্জ্জন
ক'রে উঠ্‌ল, "রূপা!"

রূপা। প্রভু!

যক্ষ। মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ পদধ্বনি শুন্‌ছি। এ পদধ্বনি
কার?

রূপা। লক্ষ সৈন্য নিয়ে এক রাজপুত্র মরুভূমি পার হ'চ্ছে!

রাজকন্যা। (পুলকোচ্ছ্বাসে) হ'চ্ছে! হ'চ্ছে!···

ক্ষ। যে গতিতে ছুটে আস্‌ছে, মনে হ'চ্ছে আজই মরুভূমি পার হবে। রূপা! এখন উপায়!

রূপা। প্রভু! নিরুপায়!

উৎসব থাক্‌!

াজকন্যা। কেন? এখনি ত উৎসব!...উৎসব...উৎসব!

রাজকন্যার যেন জয়োৎসব সুরু হ'ল এমনি উচ্ছল নৃত্যে
রাজকন্যা নাচ্‌তে লাগল। কিন্তু রাজকন্যা যদি
লক্ষ্য ক'র্‌তো তাহ'লে বুঝতো যক্ষ তার
সঙ্গে কী প্রতারণা ক'র্‌ল—

ক্ষ। হাঃ হাঃ হাঃ—কেমন ফাঁকি! নাচ্‌লে তো—

াজকন্যা। ফাঁকি!

ক্ষ। নয়তো কি? রাজপুত্রের সাধ্য কি—ঐ মরু- ভূমি পার হ'য়ে এখানে আসে? আমার পুরীতে আসে!

। বটে! কিন্তু গিয়ে দেখ; সে নিশ্চয়ই আস্‌ছে। আমার মন ব'লছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় মরুভূমি পার হ'য়ে সে আস্‌ছে। হ্যাঁ...রাজপুত্র আস্‌ছে! (নৃত্য-উৎসব)

। হাঃ হাঃ হাঃ—আস্‌ছে! তবে আর কি! রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে উৎসব হোক। উৎসব! উৎসব!

হঠাৎ যক্ষানুচর কবন্ধের প্রবেশ

কবন্ধ। প্রভু! সর্ব্বনাশ!

যক্ষ। কি ?—

কবন্ধ। বাইরে মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোনও মানুষ এসেছে।

রাজকন্যা। রাজপুত্র এসেছে······তবে রাজপুত্র এসেছে!

যক্ষ। (রীতিমত উদ্বিগ্ন হ'য়ে) সেকি! সেকি! তবে কি আমাদের অভিনয়-ই সত্য হ'ল! মরুভূমি কি তাকে গ্রাস ক'র্‌তে পারে নি ?

কবন্ধ। বাইরে পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে!

যক্ষ। ধরো—তাকে ধরো— !!

কবন্ধের প্রস্থান

রাজকন্যা। পারবে না—পারবে না—সে আমাকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছে!

যক্ষা। হ্যাঁ এসেছে! এবং এসে দেখ্‌বে তুমি মৃ ত!···

ধীরে ধীরে রাজকন্যাকে রূপার কাঠি দিয়ে স্পর্শ ক'র্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে রাজকন্যা যক্ষের হাতে ঢলে পড়্‌ল

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধ্যা

পালঙ্কে নিদ্রাচ্ছন্না রাজকন্যা। যক্ষ। যথাস্থানে
সোনা ও রূপা এবং অন্যান্য যক্ষানুচর রক্ষগণ

যক্ষ। পেলে না ?

রক্ষগণ। না।

যক্ষ। যাও—আবার যাও। আবার দেখ—

হন্ত। আর কত দেখ্‌বো ?

দন্ত। আমরা রাজকন্যাকে দেখ্‌বো।

হসন্ত। শুধু চোখ দুটো দেখ্‌বো।

ঘ্রাণ দিতে লাগল

যক্ষ। বটে! এতদূর অবাধ্যতা। এতদূর উচ্ছৃঙ্খলতা···
দেখছিস্ ?

স্ফটিকের কৌটায় আবদ্ধ একটী ভ্রমর তার হাতের
মুঠো থেকে বের ক'রে অনুচরদের সামনে ধ'রল

রক্ষগণ। (সভয়ে) দেখছি !

যক্ষ। কি ?

হন্ত। আমাদের ভোম্‌রা !

দন্ত। আমাদের প্রাণ !

হসন্ত। আমাদের প্রাণ-ভোম্‌রা !

যক্ষ। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি তোমরা এটা ভুলে' যাও। ভুলে' যাও যে তোমাদের প্রাণ আমার হাতে—এই ভোম্‌রার মাঝে।

দু' আঙুলে ভোমরাটাকে কিঞ্চিৎ পেষণ ক'রে

একটু মনে ক'রিয়ে দি !

রক্ষগণ। গেলাম ! গেলাম ! ম'লাম ! ম'লাম !

অসহ্য যাতনায় চীৎকার

যক্ষ। মাঝে মাঝে মনে ক'রিয়ে দিতে হয়। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রাজপুত্রকে যদি না পাই তোমাদের কারো রক্ষা নাই ! সোনা, রূপা—তোমরা এখানে পাহারা থাক্‌লে।

যাও, আমিও স্বয়ং দেখ্‌ছি কোথায় সেই দুঃসাহসী দুর্ব্বৃত্ত!

রক্ষগণের সঙ্গে যক্ষের প্রস্থান

রূপা। (রাজকন্যাকে সতৃষ্ণনয়নে দেখে) হায় রাজকন্যা!

সোনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল

রূপা। হাস্‌ছো যে?

সোনা। আমার খুশী!

রূপা। (আবার রাজকন্যাকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে) রাজকন্যা তো নয় ডানাকাটা পরী!

সোনা পুনরায় খিলখিল ক'রে হেসে উঠল

রূপা। (রেগে) হাস্‌ছো কেন?

গীত

সোনা। এর আগে দেখ্‌লে যখন আর এক রাজার মেয়ে
তারেও তুমি চাঁদ ব'লেছ বোকার মত চেয়ে।

রূপা। হাতের মুঠোয় পেলাম না যে চাঁদ ব'লেছি তাই
এরে আমি পাবোই জানি…এর তো ডানা নাই
এ যে ডানাকাটা ভাই॥

ধীরে ধীরে রাজকন্যার পালঙ্কের
দিকে এগোচ্ছিল

সোনা। এই! তুমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছ যে?

রূপা। না—না—(থামলো বটে কিন্তু আবার—) নাচ্ছিল মনে হ'চ্ছিল—পৃথিবীটাই যেন নাচ্ছে!

সোনা। হ্যাঁ নাচ্ছিল—এখন ঘুমোচ্ছে!…কিন্তু, তুমি দেখ্ছি এখনো নাচ্ছ!

রূপা। রাজকন্যার চোখ দু'টো আকাশের তারা দিয়ে তৈরী দেখেছ?

সোনা। যত রাজকন্যা আসে…সবাইকেই তুমি ও-কথা ব'লেছ! ভাষাটা বদলাও রূপকুমার!

রূপা। রাজকন্যা ঘুমিয়ে র'য়েছে, মনে হ'চ্ছে, পৃথিবী আমার অন্ধকার।

সোনা। দৈত্যরাজ আমায় যেদিন এখানে ধরে' আনে, সেই রাত্রে সোনার কাঠি দিয়ে আমায় জাগিয়ে আমায় ও-কথা সারারাত তো ব'ললেই, ভোর হ'লেও না পালিয়ে, ব'লেই যাচ্ছিলে!…দৈত্যরাজ এসে ধরে' ফেললে! ফলে তুমি হ'লে ক্রীতদাস—আমাকেও

হ'তে হ'ল ক্রীতদাসী !…ও-কথাগুলো এখন ছেড়ে দাও !

রূপা। সোনা ! স্বর্ণকুমারী ! পুরোনো কথাগুলো ভুলে যাও ! কেন আমায় লজ্জা দাও !

সোনা। আমি তো ভুলেই গেছি। তুমিই তো আমায় মনে ক'রিয়ে দিচ্ছ রূপকুমার !

রূপা। আমার হ'য়েছে কি জানো ? যাকে দেখি তাকেই মনে হয় এমনটি আর দেখিনি।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুক্তার প্রবেশ

গান

মুক্তা। দেখ্‌তে যদি চাও,
বাইরে সবাই যাও
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না
ব'লে রাখ্‌ছি তাও ॥

রূপা। সে কোন্ বস্তু ভাই ?

মুক্তা। তাই—তাই—তাই,
এই আছে এই নাই।

সোনা। এই আছে, এই নাই ?
কেমন যাদু ভাই ?

মুক্তা। চোখ তার দুইটি
যেন দু'টি তারা—
যে দেখেছে সেই যে পাগল পারা ॥
তাই—তাই—তাই,
এই আছে—এই নাই ॥

রূপা। চোখ তার দুইটি
যেন দু'টি তারা
না দেখেই যে আমি কেঁদে সারা ॥

মুক্তা। কান আছে দু'টি
একটি আছে নাক
পা আছে চারটি
মস্ত নাম ডাক !

রূপা। পা আছে চারটি !!—গল্প তোর রাখ্।

মুক্তা। ল্যাজ আছে একটি !

রূপা। আজ্গুবি চুটকি !

সোনা। চোখ কিন্তু দু'টি
যেন দু'টি তারা !

মুক্তা। চি-হিঁ-হি-হি ডাক ছাড়ে
পক্ষীরাজ ঘোড়া।
দেখ্‌বে তো এসো ভাই—এই আছে এই নাই,
পাখা আছে উড়ে যায়, সাঁই—সাঁই—সাঁই!

রূপা। চোখ কিন্তু দুইটি যেন দু'টি তারা
সেই চোখ দেখ্‌বো হোক্ না সে ঘোড়া॥

রূপাকে নিয়ে
মুক্তার প্রস্থান

সোনা। পক্ষীরাজ ঘোড়া! তবে রাজপুত্রের!

অদূরে রাজপুত্রের
গান

গান

রাজপুত্র। (নেপথ্যে) পাষাণপুরী রেখেছে ধরি'
সোনার প্রতিমা মম,—

সোনা। রাজপুত্র!

রাজকন্যাকে জাগাল; রাজকন্যা চোখ মেলতে
একটি বাতায়ন খুলে গেল—পক্ষীরাজ ঘোড়া

বাতায়ন দিয়ে মুখ বাড়ালো—তার পৃষ্ঠে ছিল
রাজপুত্র ! রাজপুত্র গাইছিল

গান

রাজপুত্র। পাষাণপুরী রেখেছে ধরি'
সোনার প্রতিমা মম,
নয়নে সে যে নয়ন-মনি
পরাণে পরাণ সম।

রাজকন্যা। কমল পাতে চোখের জলে
তোমার লিপিকা লেখি
মুকুর-মাঝে হেরিতে মুখ
তোমার মূরতি দেখি।

রাজপুত্র। হীরার পাহাড়, ক্ষীরোদ সায়র
হেলায় হ'য়েছি পার
হীরা-মন-পাখী ক'য়ে দিল পথ
খুঁজিতে হ'ল না আর।

রাজকন্যা। মিলন আশায় বিরহ সহি গো
পরাণ প্রদীপ জ্বেলে,

রাজকন্যা। ভালে চাঁদ লয়ে গজমোতি গলে
রাজার কুমার এলে॥

রাজপুত্র। (বাতায়ন দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) আমি এসেছি রাজকন্যা!

রাজকন্যা। (ছুটে বাতায়ন-পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে) আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও!

সোনা। (ছুটে গিয়ে ব'লল) এখন নয়, এখন নয়—বাইরে ব'য়েছে দৈত্যরাজ—চারদিকে ব'য়েছে রক্ষ—এখন নয়! রাজপুত্র! তুমি এসো…রাত্রে!

রাজকন্যা। (সোনাকে) ঠিক ব'লেছ! (রাজপুত্রকে) রাজপুত্র! তুমি এসো…রাত্রে!…

সোনা। (কিন্তু তবু রাজপুত্র যাচ্ছে না দেখে বিষম চাঞ্চল্য ; শেষে ব্যাকুল উদ্বেগে) রাজপুত্র! রাজকন্যা!

রাজপুত্র। আসি!—

রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' অদৃশ্য হ'ল ;
সোনা রাজকন্যাকে সরিয়ে নিয়ে এল

রাজকন্যা। (সোনাকে) তুমি আমার বন্ধু?

সোনা সম্মতিমুখে
জানাল—'হ্যাঁ'

রাজকন্যা। অথচ তুমি দৈত্যরাজের ক্রীতদাসী?

সোনা। হ্যাঁ!

রাজকন্যা। আমারি মতো বোধ হয় তুমিও কোন রাজকন্যা ছিলে?

সোনা। হ্যাঁ।

রাজকন্যা। তাই দৈত্যরাজকে ঘৃণা করো?

সোনা কথার উত্তর দিল না

ব'লছ না যে! তুমি ত আমার সই! দৈত্যরাজকে খুব ঘৃণা করো, না?

সোনা। ও কথা থাক্।

রাজকন্যা। মানে?

সোনা। ওরা এখন আস্‌বে। তুমি শুয়ে পড়ো!

রাজকন্যা। (সোনার হাতে মালা দেখে) মালা গাঁথছ দেখ্‌ছি! কার জন্য?

গান

সোনা। আপন মনে শুধাই আমি
কার লাগি এ মালা।
কে যেন কয় দেখিস্ না কি
সেই তো চোখে আলা!

হৃদয় আবার দিবি কারে
সেই যে হৃদয় চিনিস্ নারে
(ও তোর) একার মাঝেই মিলন যে তার
চিরদিনের পালা ॥

রাজকন্যা। তবে কি নিজে গলায় পর্‌বে ব'লে গেঁথেছ ?

সোনা। তাই বুঝি কেউ গাঁথে ?

রাজকন্যা। দৈত্যরাজের গলায় দেবে ব'লে গেঁথেছ ?

সোনা ((অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল) ক্রীতদাসীর মালা তিনি গলায় পরেন না ! চেয়েও দেখেন না।

রাজকন্যা। হুঁ ! বুঝলাম !

সোনা। কি বুঝলে ?

রাজকন্যা। কিছু না।

পায়ের শব্দ

সোনা। শুয়ে পড়ো—শুয়ে পড়ো—কারা যেন আস্‌ছে !

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল

চোখ বোজো—মনে করো রূপোর কাঠি !

রাজকন্যা। হুঁ—হুঁ—আমি ম'রে গেছি !

সোনা ব'সে মালা
গাঁথতে লাগ্‌ল ;

চোরের মতো চুপি
চুপি হস্ত, দন্ত ও
হসন্তের প্রবেশ

সোনা। এই—দাঁড়াও!

হস্ত। ও বা—বা!

দন্ত। যায় নি তো!

হসন্ত। যেতে বল্—যেতে বল্!

সোনা। এখানে কি মনে ক'রে?

হস্ত। সবাই গিয়ে দেখছে, তুমি এখনও এখানে?

দন্ত। যাও—যাও, শীগ্গির যাও!

সোনা। কোথায়?

হস্ত, দন্ত, হসন্ত। (সুরে)

তাই—তাই—তাই—এই আছে এই নাই,
দেখতে যদি চাও—
শীগ্গির চ'লে যাও॥

সোনা। পক্ষীরাজ ঘোড়া!
ঢের দেখেছি! কি দেখাবি তোরা!!

হস্ত। যাবে না?

সোনা। না।

দন্ত। যাও ব'লছি।

সোনা। ভাল চাও তো তোমরা যাও!

হসন্ত। (নাক শুঁকে) ওরে আয় না—এটাকে শুদ্ধ—

হন্ত। মন্দ কি! এখন এখানে কেউ আসবে না—
এই ফাঁকে—

দন্ত। সেরে দি।

সোনা। মানে?

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত। হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ!
মানুষের গন্ধ পাঁউ।

সোনা। (চীৎকার ক'রে উঠল) আ—আ—আ!

রাজকন্যা ধড়মড় ক'রে উঠে এদের দেখেই
চীৎকার ক'রে উঠলো

হন্ত। ওরে জেগেছে রে—জেগেছে!

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত। হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ।

হন্ত। (রাজকন্যাকে দেখিয়ে) ওর চোখ দু'টো আমার!

দন্ত। (সোনাকে দেখিয়ে) ওর চোখ দু'টো আমার !

সোনা ও রাজকন্যা চীৎকার ক'রে উঠে
পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রল

হসন্ত। (অগ্রসরপরায়ণ হস্ত ও দন্তকে আট্‌কে) আর আমার ?

হস্ত। (হতাশ হ'য়ে) ভাগ নিয়ে আবার সেই গোল।

দন্ত। এক কাজ করা যাক্‌। ভাগের ভারটা ওদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক !

হসন্ত। বেশ তা'তে আমি রাজী।

হস্ত। আমরা তোমাদের চোখ খেতে চাই।

রাজকন্যা ও সোনা
ভয়ে চীৎকার ক'রে
উঠ্‌ল

দন্ত। তোমরা হ'চ্ছ দু'জন—আমরা হ'চ্ছি তিন জন। ভাগে মিলছে না। ভাগ ক'রে দাও—

হসন্ত। সমান ভাগ। কেউ বেশী কেউ কম না। আস্ত আস্ত চোখ।

হন্ত। নিশ্চয় !

রাজকন্যা। এই কথা ! তা এতক্ষণ বলনি কেন ? আমরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিলাম। এ তো সোজা কথা। এই সোজা কথাটা তোমাদের মাথায় আসে না ?

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত অবাক হ'য়ে পরস্পরের দিকে তাকাল

রাজকন্যা। সমান ভাগ—আস্ত চোখ ! আমরা দু'জন তোমরা তিন জন।

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত। হুঁ।

রাজকন্যা। (হন্তকে) শুনে যাও !

হন্ত এগিয়ে এল—রাজকন্যা ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল—এরা দু'জন আর সবার কাছ থেকে একটু সরে' এল। তখন রাজকন্যা হন্তকে কি ব'ল্ল—শোনা গেল না। হন্ত কিন্তু তাতে খুসীই হ'ল

হন্ত। ঠিক।

রাজকন্যা। যাও। (দন্তকে) এইবার তুমি এসো।

অমনি ভাবে দন্তকে ব'ল্‌ল।

দন্ত। (খুব উৎসাহে) ঠিক, ঠিক।

রাজকন্যা। যাও। (হসন্তকে) এইবার তুমি এসো।

পূর্ব্ববৎ
ব'ল্‌ল

হসন্ত। (মহা উৎসাহে) ঠিক, ঠিক।

রাজকন্যা। কেমন? সমান সমান ভাগ হ'য়েছে তো?

তিনজনেই। চুলচেরা ভাগ। অথচ আস্ত আস্ত চোখ।

হস্ত। দন্ত—শুনে যা' ভাই।

দন্ত। হসন্ত! শোন্ না।

হসন্ত। না—না হস্ত, একটা কথা আছে শুনে যা—

তিনজনই বাইরে চ'লে গেল

সোনা। কি ভাগ ক'রে দিলে?

রাজকন্যা। সোজা ভাগ! ব'ললাম, আমরা দু'জন, তোমরা তিনজন। তোমরা দু'জনে জোট ক'রে একজনকে সাবাড় কর। আমরা দু'জন, তোমরাও হবে দু'জন···সমান ভাগ—আস্ত আস্ত চোখ!

সোনা। ও! এখন বুঝি তাই ঠিক হ'চ্ছে কোন্ দু'জন কাকে সাবাড় ক'র্‌বে!

রূপার প্রবেশ

রূপা। একি! রাজকন্যা তুমি জেগেছ! তোমার চোখ দু'টি—

রাজকন্যা। ও বাবা। এও যে—! (ভয়ে পিছিয়ে গেল)

রূপা। না, না,—ভয় পেয়োনা! আমি ব'লছি তোমার চোখ দু'টি—

সোনা। তোমার মাথা!

সহসা নেপথ্যে শিঙার শব্দ শোনা গেল ;
দামামা বেজে উঠলো

সোনা। সর্ব্বনাশ! প্রভু আস্‌ছেন!

রাজকন্যাকে শুয়ে পড়তে
ইঙ্গিত—রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ
শুয়ে পড়ল ও চোখ বুজল

রূপা। বলা আর হ'ল না!

জয়বাক্সের মধ্যে যক্ষের প্রবেশ

যক্ষ। (চারদিক দেখে) হুঁ! ঠিক আছে! (হঠাৎ বাতায়নটার প্রতি নজর পড়ায়) বাতায়নটা খোলা দেখছি! কে খুললে?

সোনা। হাওয়ায়

যক্ষ। ঠিক তো? দেখো। (সোনার হাতে মালা দেখে) মালা গাঁথছ দেখ্‌ছি! ভালোই ক'রেছ! ওটা লাগবে! আজই! এখনি! গাঁথো—ওটা গেঁথে ফেল। রূপা! মন্দিরের ভেতরটা—না—না সেটাও তো দেখেছি! আশ্চর্য্য! হাওয়ায় উড়ে' গেল নাকি?··· আচ্ছা, পক্ষীরাজ ঘোড়াটা আকাশে তোমরা স্পষ্ট দেখেছ?

রূপা। দেখেছি! চোখ দু'টো—

যক্ষ। চোখ দু'টো—!

রূপা। চোখ না দেখে আমি ছাড়ি নি। চোখ তো নয়, যেন দুটি চাঁদ! ও ঘোড়াটা ধ'রতেই হবে প্রভু!

যক্ষ। পিঠে রাজপুত্র!—দেখেছ?

রূপা। না প্রভু!

যক্ষ। পুরীতে যখন নেই, তখন ওরই পিঠে কেশর ঢাকা পড়েছে—! সোনা!

সোনা। প্রভু!

যক্ষ। মালাটা শেষ করো—মালাটা শেষ করো! রূপা!

রূপা। প্রভু!

যক্ষ। (যক্ষ কি ভাবছিল রূপাকে এগিয়ে আসতে দেখে) হুঁ!

রূপা। কি আদেশ?

যক্ষ। ও, হ্যাঁ—ঐ বাতায়নটা বন্ধ ক'রে দাও—(একটু উত্তেজিত হ'য়ে) ওটা বন্ধ ক'রে দাও! কেন ওটা খোলা?

রূপা গিয়ে তখনি বন্ধ ক'রে দিল

যক্ষ। সোনা! আজ আমার জীবনে পরম দিন অথবা চরম দিন। রাজকন্যার বরমাল্য আজ আমি চাই। যদি না পাই বুঝ্‌বো···এ জীবনে আর আমার মুক্তি নেই! মুক্তি নেই!

সোনা। সে কি কথা প্রভু! মুক্তি অবশ্যই আছে।

যক্ষ। কোথায় মুক্তি? কে দিচ্ছে মুক্তি? তুমি দিয়েছ?

আমার অতুল ঐশ্বর্য্য—অনন্ত জীবন—অনন্ত যৌবন—অপরিমেয় প্রতাপ—চাওনি তো তুমি! তাই আজ তুমি ক্রীতদাসী। তোমাকে ভাল লেগেছিল···তাই দয়া ক'রে তোমায় পাষাণ করি নি···কিন্তু আর দয়া নয়···জাগাও রাজকন্যা—ওকে প্রথমেই ব'লতে হবে—রাজপুত্র নিহত!

সোনা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে জাগাবার ভান ক'র্‌ল—রাজকন্যা জেগেই ছিল

রাজকন্যা। (জেগে উঠেই যক্ষকে নমস্কার ক'র্‌ল) প্রণাম দৈত্যরাজ!

যক্ষ। (সবিস্ময়ে) প্রণাম!

রাজকন্যা। (যক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল) সুন্দর!

যক্ষ। কি—কি সুন্দর?

রাজকন্যা। এই···সন্ধ্যা!

যক্ষ। তোমার চোখে মৃত্যুর কালিমা নেই—নিদ্রার জড়তা নেই! এই সন্ধ্যাতে প্রভাতী পদ্মের মত তোমায় বিকশিত দেখ্‌ছি!

রাজকন্যা। তাব মানে নিজের চোখ দু'টি সুন্দর।
(দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ)

যক্ষ। রাজকন্যা! প্রিযা! প্রিয়তমা! (তাঁকে ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে ধ'বতে গেল)

রাজকন্যা। না, না—বাজপুত্র আমাকে মেবে ফেল্‌বে!

যক্ষ। বাজপুত্র। রাজপুত্র! হাঃ হাঃ হাঃ রাজপুত্র আর নেই!

রাজকন্যা। নেই? বাঁচিযেছ! বাঁচিযেছ! না—না সত্যি বল—

যক্ষ। হ্যাঁ—

রাজকন্যা। না—না—আমাব বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

যক্ষ। বিশ্বাস হ'চ্ছে না—বিশ্বাস্ হ'চ্ছে না—তবে ঐ রূপাকে জিজ্ঞেস করো—

রাজকন্যা। (রূপাকে) বল—

রূপা। তবে শোন বাজকন্যা—

রাজকন্যা। (যক্ষকে) থাক্ · তাহ'লে সত্যি ?

যক্ষ মাথা নেড়ে
জানাল—'হ্যাঁ'

রূপা। নাঃ, বলা আর হ'ল না—!

রাজকন্যা। বাঁচিয়েছ! আমায় বাঁচিয়েছ! আগে তো জানতাম না ··তাই 'রাজপুত্র!' 'রাজপুত্র!' ব'লে লাফিয়েছিলাম···কিন্তু, এখানে এসে যা দেখলাম · মনে হ'চ্ছে, এর জন্যই জন্ম জন্ম তপস্যা ক'রেছি!

যক্ষ। না—না প্রিয়া, বরং তোমারি জন্য আমি যুগযুগান্ত প্রতীক্ষা ক'রেছি! প্রিয়া!

তাকে ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে ধরতে গেল

রাজকন্যা। (সরে গিয়ে) ওগো, শোন! প্রতীক্ষা নয়, অপেক্ষা—শুধু আজকের রাতটি।

যক্ষ। কেন, কেন প্রিয়া?

রাজকন্যা। ব্রত! মাল্যদানের আগে যে শিবপূজা ক'রতে হয়! কিচ্ছু জানো না!

যক্ষ। শিখিয়ে দাও! শিখিয়ে নাও! · রূপা! মহা সমারোহে শিবপূজার আয়োজন ক'রে দাও।

রাজকন্যা। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আমার চ'লবে না।

যক্ষ। কি হ'ল ?

রাজকন্যা। কুমারীদের শিবপূজা বুঝি সমারোহে হয় ? এ পূজায় কুমারী ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। পূজা ক'রতে হয় বিনা উপাচারে, গোপনে, মনে-মনে। বাতায়ন টাতায়ন খোলা নেই তো ?

যক্ষ। রূপা ! রূপা !

রূপা। প্রভু !

যক্ষ। বাইরের দোরগুলোও সব বন্ধ ক'রে দে !

রূপার প্রস্থান

তা হ'লে আজ রাত্রে পূজো আর আগামী কাল—

রাজকন্যা। (সোনার মালার দিকে চেয়ে) সে মালা আজ রাত্রেই গাঁথা হ'চ্ছে দৈত্যরাজ !

দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ

যক্ষ। উৎসব ! উৎসব ! ওরে, কে কোথায় আছিস্, আয় ! আজ তোদের পরম উৎসব !

রাজকন্যা। (যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে) কারা আসবে ?

যক্ষ। কেন ? আমার রাক্ষসের দল ! তুমি তো তাদের দেখেছ !

রাজকন্যা। না—না—ওদের দেখে আমি ভয়ে মরি—ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে—

যক্ষ। (মহা উদ্বিগ্ন হ'যে) ওরে তোরা দাঁড়া (রাজকন্যাকে) খাবে! কি ব'ল্‌ছ তুমি? তুমি যে ওদের রাণী হ'চ্ছ!

রাজকন্যা। না—না—ওবা আমাকে খেয়ে ফেলবে।

ক্রন্দন

যক্ষ। কাঁদে যে!···নাও, নাও, ওদের প্রাণ-ভোমরাই তোমায় দিচ্ছি—

প্রাণ-ভোমরার সেই স্ফটিকপাত্র রাজকন্যাকে দিল।

রাজকন্যা। (মহা আগ্রহে ভোমরাটা দেখে) এই সেই ভোমরা! আ—হা—হা! (চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'যে উঠ্‌ল) রূপকথাতেই কেবল শুনতাম। দেখে চোখ জুড়োল, প্রাণ জুড়োল।···টিপলেই—না?

যক্ষ। (উপভোগ ক'র্‌ছিল—ভারী খুসী হ'য়ে) হুঁ!

রাজকন্যা। সত্যি?

যক্ষ। (মৃদুস্বরে) পবখ ক'রে একবার দেখ—কিন্তু আস্তে—

রাজকন্যা। (তার মনের আনন্দ চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল) হুঁ—হুঁ—হুঁ—জানি!

গান

রাজকন্যা। ওরে ভ্রমর, তুই কি দোসর
তুই কি আমার সাথী?
বল্‌রে মোরে জ্বলে কেন নিভানো মোর বাতি!
শুক্লাশশী মেঘের ফাঁকে
সাতাশ তারায় ঐ যে ডাকে,
ফুলের বুকে গন্ধ কেন উঠল এমন মাতি?

যক্ষ। তা হ'লে এইবার ওদের ডাকি? সোনা! রূপা—

রূপার নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র রাজকন্যা ভয়ে
চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"আ"

কি হ'ল? কি হ'ল?

সোনা ও রূপার প্রবেশ

রাজকন্যা। আর ঐ রূপা! ওর হাতের ঐ রূপার কাঠি—আ!

চীৎকার

রূপা। রাজকন্যা! রাজকন্যা!

রাজকন্যা। ঐ আবার কি বলে—

যক্ষ। কি আবার ব'ল্‌বে?

রূপা। আছে—আমার অনেক কিছু ব'ল্‌বার আছে! এতো আছে যে—ঐ চোখ দু'টো—

রাজকন্যা। (চট্ ক'রে কানে হাত দিয়ে মুখ হাঁ ক'রে ভয়ে চীৎকার) আ!

রূপা। বলা আর আমার হ'ল না।

যক্ষ। রূপার কাঠি···দাও আমার হাতে দাও—(রূপার কাঠি নিল) এইবার—

রাজকন্যা। (সোনার হাতের দিকে চেয়ে ভাব্‌ল, 'যাক্ সোনার হাতে তো সোনার কাঠি র'য়েছে') তা—আচ্ছা—

যক্ষ। উৎসব! উৎসব!

রাজকন্যা। হ্যাঁ উৎসব!

উৎসবের বাদ্য বেজে উঠল—হস্ত দস্ত হসন্ত প্রভৃতি রক্ষরা ছুটে এল

রক্ষগণ। (সুরে আবৃত্তি) ঐ—ঐ—ঐ—

রাজকন্যা। আয়! আয়! আয!

ভোমরাটাকে কিঞ্চিৎ টিপ্‌ল—
রক্ষদের চোখে মুখে যন্ত্রণার
চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল

রক্ষগণ। না—না—না—

রাজকন্যা। আয না—আয় না—আয না!

রক্ষগণ। চাই না! চাই না! চাই না!

রাজকন্যা। আয না! আয না! আয না!

রক্ষগণ। চাই না! চাই না! চাই না!

রক্ষগণের প্রস্থান।
রাজকন্যা ও যক্ষকে
রেখে আর সবাই
চ'লে গেল। সোনা
দ্বারে দাঁড়িয়ে রইল

রাজকন্যা। এইবার আমার পূজা!

যক্ষ। দেরী ক'রো না! (হঠাৎ বাতায়নটা খুলে গেল—
তা যক্ষেরচোখে পড়ল) একি! কে বাতায়ন
খুল্‌ল?

রাজকন্যা। (যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে) উঃ—সেই রাজপুত্র নয় তো ?

যক্ষ। হয় তো—

বাতায়নের দিকে যক্ষ ছুটে যেতেই রাজকন্যা তার হাত ধ'রে তাকে টেনে ধরে' ব'লল

রাজকন্যা। তবে সে বেঁচে আছে! আমাকে কেটে ফেল্‌বে! তলোয়ার দিয়ে আমাকে কেটে ফেল্‌বে!

যক্ষ। ছাড়ো—আমায় ছাড়ো—আমি দেখছি—

রাজকন্যা। তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো না, ছেড়ে দেবো না! আমায় বাচাও—(ক্রন্দন)

যক্ষ। কি বিপদ! সোনা—দেখ—দেখ—বাতায়ন কে খুল্‌ল দেখ—

রাজকন্যা। সোনা! সই দেখ—

সোনা যেন ভাল ক'রে দেখবার জন্যই বাতায়নের বাইরে মুখ নিয়ে গেল ; পরে, ফিরে

সোনা। হাওয়া!

যক্ষ। বাতায়ন বন্ধ করো—বাতায়ন বন্ধ করো—

রাজকন্যা। ভাল ক'রে বন্ধ করো—

সোনা গিয়ে বাতায়ন বন্ধ ক'র্ল। রাজকন্যা যক্ষকে ব'লল

তুমি আমায় মিথ্যে ব'লেছ, রাজপুত্র বেঁচে আছে।

যক্ষ। না—না কখনো নেই!

রাজকন্যা। তাই বল, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত মনে এই ঘরে আজ সারারাত শিবপূজো ক'র্তে পারবো?

যক্ষ। নিশ্চয

রাজকন্যা। আজ না হয় পূজাটা থাক্।

যক্ষ। না, না, আজই—আজই—আর দেরী নয়—

রাজকন্যা। তুমি আমার কাছে থাকো।

যক্ষ। বেশ তো—বেশ তো—

রাজকন্যা। পূজা তবে কাল।

যক্ষ। না—না পূজা আজ। বরং কালই হবে আমাদের বাসর! কিন্তু ঐ বাতায়নটা…ঐ বাতায়নটা—(কি ভেবে) আচ্ছা, পূজার নিয়ম—গোপনে?

রাজকন্যা। হুঁ!

যক্ষ। বিনা উপাচারে?

রাজকন্যা। হুঁ!

যক্ষ। মনে-মনে?

রাজকন্যা। হ্যাঁ!

যক্ষ। কুমারী ছাড়া কেউ থাক্‌বে না?

রাজকন্যা। ভোল নি দেখ্‌ছি!

যক্ষ। এবং রাত্রে?

রাজকন্যা। রাত দুপুরে—

যক্ষ। এখন সবে সন্ধ্যা।...সোনা...বাতায়নটা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রেছ?

সোনা। হ্যাঁ!

যক্ষ। সোনা! এ্যাঁ—হ্যাঁ (কি ব'ল্‌তে গিয়ে থেমে গেল) ঐ বাতায়নটা...বাতায়নটা!—পূজা রাত দুপুরে?

রাজকন্যা। হ্যাঁ!

যক্ষ। তবে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

রাজকন্যা। না—না—

যক্ষ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

রূপার কাঠি দিয়ে রাজকন্যাকে স্পর্শ ক'রল—
রাজকন্যা ঢলে' পড়ল—

যক্ষ। কুমারী? সে তো তুমিই র'য়েছ স্বর্ণকুমারী! এ পুরীতে তুমিই আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি।...ঐ বাতায়নটা না খুলে যায়...লক্ষ্য রেখো।...বাইরে আমি দেখ্‌ছি... শঙ্খধ্বনি শুনলেই রাজকন্যাকে জাগাবে...জান্‌বে... রাজকন্যা নিশ্চিন্ত হ'য়ে পূজোয় ব'স্‌তে পারে। হ্যাঁ, আর ঐ মালাটা...(দেখে) তোমার মালা এতো সুন্দর! গাঁথো! গাঁথো! আজ রাত্রেই মালা গাঁথা শেষ করো!

যক্ষের প্রস্থান—সঙ্গে সঙ্গে বাতায়নটা খুলে গেল। পক্ষীরাজ থেকে নেমে ভেতরে এল রাজপুত্র। সোনা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার বন্ধ ক'রে দিল

রাজপুত্র। (রাজকন্যার কাছে গিয়ে) রাজকন্যা! রাজকন্যা! (সাড়া না পেয়ে) ঘুমিয়েছে!

সোনা। (ছুটে এসে) এই নাও—সোনার কাঠি......
জাগাও!

সোনার কাঠি রাজপুত্রকে দিয়েই বাতায়ন বন্ধ ক'রতে ছুটল

রাজকন্যা। (সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে রাজপুত্রকে দেখে সোল্লাসে) রাজপুত্র!

রাজপুত্র। হ্যাঁ রাজকন্যা!

নেপথ্যে রক্ষদের জয়বাদ্য ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হ'চ্ছে বোধ হ'ল

রাজকন্যা। ওকি!

রাজপুত্র। চুপ!

তিনজনেই কান পেতে অগ্রসরমান বাদ্য শুনতে লাগল। নেপথ্যে

"হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ"

শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

মধ্যরাত্রি।

তিনজনেই কান পেতে অগ্রসরমান রক্ষবাদ্য শুন্‌ছিল। মনে হ'ল সে বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ দূরতর হ'চ্ছে। নেপথ্যে—

হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

রাজপুত্র। ওরা ফিরে যাচ্ছে!

রাজকন্যা। মানে?

সোনা। দেখ্‌ছি!

গিয়ে বাতায়ন খুলে দেখ্‌তে লাগল

ওরা চলে' যাচ্ছে।

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত—তিনজনেই চম্‌কে উঠল। সোনা বাতায়ন বন্ধ ক'রে ছুটে এল

সোনা। এখন উপায়! দ্বার খুল্‌তেই হবে!

রাজপুত্র। খোল!

রাজকন্যা। (রাজপুত্রকে) কিন্তু তুমি?—

রাজপুত্র দ্বারের পাশে
স'রে গিয়ে জানাল
"চুপ!" রাজকন্যাও
স্বর্ণপালঙ্কে পড়ে' চোখ
বুজ্‌ল। সোনা দ্বার
খুলে দিল। রাজপুত্র
দ্বারের আড়ালে ঢাকা
পড়ল। ঝড়ের মতো
ঢুকে পড়ল মুক্তা।

মুক্তা। তাই—তাই—তাই; এই আছে এই নাই!

সোনা। কোথায়?

মুক্তার গান

মুকুট-পরা রাজার কুমার
ঐ চলে' যায় আকাশে,
রামধনু রং ছবি যেন
নীলের বুকে আঁকা সে।

এই যে দেখি এই দেখিনা
বুঝ্‌তে নারি সত্যি কিনা—
পক্ষীরাজের পাখার হাওয়ায়
চাঁদের চোখে স্বপন বুলায়
মেঘের ছায়ে লুকায় কভু
অলক দোলে বাতাসে ॥

মুক্তা। (রাজকন্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে) রাজকন্যা! রাজকন্যা! তোমার রাজপুত্রকে আমি দেখেছি!

রাজকন্যা ধড়মড় ক'রে উঠে ব্যাপারটা
বুঝেই আবার শুয়ে পড়ল

গান

মুক্তা। "রাজপুত্তুর—নাম শুনেই
রাজকন্যা জাগে
ঐ নামে যে কি মধু গো
পরশ বুঝি লাগে।

সোনা। গিয়ে তাই দেখ।

মুক্তা। রাজপুত্তুর-নামে এমন
মধু কে গো দিল—
পক্ষীরাজের রূপের ছটায়
পরাণ হ'রে নিল।

আমার মনের রাজার কুমার
কোথায় তুমি হায়
খেলাঘরে এসো ফিরে
বেলা চলে' যায়।

প্রস্থান। সোনা দ্বার বন্ধ ক'রে দিল— রাজপুত্র সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকন্যা উঠে এল

রাজপুত্র। বাঁচা গেল!

রাজকন্যা। (সোনাকে) কে?

সোনা। ও আমাদের মুক্তা!

রাজকন্যা। সই, এইবার তবে আমরা—

রাজপুত্র। না, না, পক্ষীরাজ না ফির্‌লে কি ক'রে পালাব?

সোনা। না, না, এখন না। ওরা সব আশে-পাশেই আছে! রাত হোক্—ওরা ঘুমোক্।

রাজপুত্র। পক্ষীরাজ ওদের নিয়ে খেল্‌ছে! কতকটা সময় নিশ্চিন্ত।

সোনা। তোমরা গল্প করো—আমি বাইরে পাহারা দিচ্ছি।

দ্বার খুলে বাইরে প্রস্থান

রাজপুত্র। দৈত্যপুরে এমন একটি সই কি ক'রে পেলে ?

রাজকন্যা। দৈত্যরাজকে ও ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু, মজা এই, দৈত্যরাজ তা জানে না। সইও মুখ ফুটে ব'ল্‌তে সাহস পায় না। ক্রীতদাসী কি না!

রাজপুত্র। আমি আস্‌বো তুমি জান্‌তে ?

রাজকন্যা। হুঁ!

রাজপুত্র। কি ক'রে ?

রাজকন্যা। স্বপ্নে! কিন্তু, আমি যে এখানে···কি ক'রে জান্‌লে ?

রাজপুত্র। স্বপ্নে!

দুজনে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল

রাজপুত্র। এই! (ইঙ্গিতে জানাল—"কেউ শুন্‌বে, চুপ!")

রাজকন্যা। না, চল পালাই! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হ'য়ে তুমি আর আমি! তোমার বাঁশী কই ?

রাজপুত্র। যেদিন তোমাকে হারালাম, বাঁশীও সেইদিন হারালাম।

রাজকন্যা। কিন্তু আজ! আজ তো একটা বাঁশী চাই! আজ যে আমাদের বাসর!

গান

রাজকন্যা। অধরে বেণু দিয়া
পরাণ মোহনিয়া
হারানো সেই সুরে বাসর জাগাও।

রাজপুত্র। চাঁদের রূপ ছানি
নয়নে রাখো আনি
হৃদয়ে রাখি হিয়া হৃদয় রাঙাও।

রাজকন্যা। যে প্রেম ছিল ঘুমে
জাগাও আঁখি চুমে
হারানো সেই নামে মুরলী বাজাও।

রাজকন্যা নাচ্‌তে
সুরু ক'র্‌ল। সোনা
ছুটে এল এবং এসেই
দ্বার বন্ধ ক'রে ব'লল

সোনা। সর্ব্বনাশ! দৈত্যরাজ আস্‌ছে! পালাও! পালাও!

রাজপুত্র। কোথায়?

সোনা। ঐ কলসে।

রাজপুত্র গিয়ে কলসের মধ্যে লুকালো—রাজকন্যা শুয়ে চোখ বুজ্‌ল। সোনা দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। দ্বারে করাঘাত। সোনা দ্বার খুলে দিল—যক্ষের প্রবেশ

যক্ষ। (চারদিক দেখ্‌ল) কই! কেউ নেই তো! সোনা!

সোনা। প্রভু!

যক্ষ। কবন্ধ গিয়ে আমায় খবর দিলে এখানে নূতন ক'রে মানুষের গন্ধ! তবে কি? না—না···তাই বা কি ক'রে হয়? পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে কেশরের অন্তরালে সে আত্মগোপন ক'রে ছুটোছুটি ক'র্‌ছে। রক্ষরাও র'য়েছে। জাগাও রাজকন্যা। পূজা হোক্‌!

সোনা রাজ-কন্যাকে জাগাল

রাজকন্যা। (চোখ মেল্‌তে মেল্‌তে অনুরাগের ভানে) দৈত্যরাজ! দৈত্যরাজ! কোথায় তুমি?

যক্ষ সোনাকে যেতে আদেশ ক'রল

যক্ষ। এই যে প্রিয়া! এইবার পূজা করো।

রাজকন্যা। পূজা! তাইতো! কিন্তু···হায়! হায়! হায়!

যক্ষ। কি হ'ল?

রাজকন্যা। দুপুর রাত্রি হ'য়েছে?

যক্ষ। হ্যাঁ পূজাটা শেষ করো—

রাজকন্যা। দুপুররাত্রি···দেখেও তুমি এখানে এলে? নিয়ম ভাঙ্‌লে! আর কি পূজা হবে?

যক্ষ। তাই তো···আমি এলাম। কি হবে?

রাজকন্যা। আমাদের বাসর একটা রাত পিছিয়ে গেল।

যক্ষ। তা যাক্ একটা রাত তো!

রাজকন্যা। একটা রাত না একটা যুগ! ফুলের মালাটা শুকিয়ে যাবে!

যক্ষ। তুচ্ছ ফুলের মালা···! মনিমালা, মুক্তামালা, মাণিক-মালা···কত তুমি চাও? আজ কত যুগ ধরে'

তোমারি তবে সঞ্চিত ক'রে রে'খেছি ঐ কলসে।··
এই দেখো—

কলসের দিকে অগ্রসর হ'ল। রাজকন্যা দেখ্‌লে সর্ব্বনাশ। একেবারে কাঁদতে সুরু ক'রে দিল

রাজকন্যা। আমি জান্‌তাম মানুষের মেয়ে বলে আমায় এমনি অপমানই ক'র্‌বে।

যক্ষ। (চম্‌কে উঠ্‌ল—ফিরে দাঁড়িয়ে) অপমান!

রাজকন্যা। তুমি আমায় মণি-মুক্তো দিয়ে ভুলোতে চাও? সে তুমি দৈত্যের মেয়েদের ভুলিও। মানুষের মেয়ে আমি—আমার সামনে ফুলের অপমান তুমি ক'রো না। আমায় বরং তুমি তাড়িয়ে দাও! তাড়িয়ে দাও!

যক্ষ। আমায় ভুল বুঝো না প্রিয়া। ফুলের মালা শুকিয়ে যাবে ব'লেই ব'ল্‌ছিলাম।

রাজকন্যা। শুকিয়ে যাবে ব'লেই, তুমি তার এমনি অপমান ক'র্‌বে নাকি? আমিও তো মানুষের মেয়ে—আমিই তো একদিন অমনি শুকিয়ে যাবো। আমিই বা ক'দিন বাঁচ্‌বো?

যক্ষ। আমাকে মাল্যদান ক'র্‌লেই তোমার আর মৃত্যুভয়

নাই ! আমার হবে শাপ-মুক্তি—আমিও আবার হব যক্ষ—তুমিও হবে যক্ষিণী ! অনন্ত জীবন—অনন্ত যৌবন !

রাজকন্যা। তেমনি অনন্ত দুঃখ—অনন্ত ব্যথা—অনন্ত হাহাকার ! তার ভাগও তো আমায় নিতে হবে ?

যক্ষ। তা কেন ? তুমি শুধু আমার সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য্যের ভাগ নিয়ো। তুমি তো আমার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লেই না !

রাজকন্যা। (তুষ্ট হাসি হেসে) যখের ধন !

যক্ষ। হুঁ ! দেখ্‌বো এসো !

রাজকন্যা। কোথায় ?

যক্ষ। ঐ কলসে—

রাজকন্যা। (শিউরে উঠ্‌ল, কিন্তু, তখনি সাম্‌লে নিয়ে) আমি দেখেছি !

যক্ষ। সে কি ! কখন দেখ্‌লে ? তুমি তো···না ··না, তুমি দেখো নি। আমি দেখাচ্ছি—নিজ হাতে দেখাচ্ছি ! নইলে আমার তৃপ্তি হবে না—না—না—না—

কলসের দিকে অগ্রসর হ'ল। যক্ষ কলসের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে—হঠাৎ, কলস থেকে দৈববাণীর মতো রাজপুত্র অস্বাভাবিক স্বরে ঘোষণা ক'র্‌তে লাগল—

রাজপুত্র। বৎস যক্ষ!

কল্যাণমস্তু!

যক্ষ। একি! কে?

রাজকন্যা। দৈববাণী!

রাজপুত্র। আমি তোমার প্রভু—ধনাধিপতি কুবের!

যক্ষ। প্রভু!

রাজপুত্র। হ্যাঁ বৎস, তোমার শাপমুক্তি আসন্ন!

যক্ষ। (নতজানু হ'যে করজোড়ে) প্রভু! প্রভু!

রাজকন্যা গড় হ'য়ে কলসের সামনে প্রণাম ক'র্‌ল—এবং
যক্ষকে প্রণাম ক'র্‌তে ইঙ্গিত ক'র্‌ল।

যক্ষ প্রণাম ক'র্‌ল—

যক্ষ। আজ আমার একি সৌভাগ্য! কি উদ্দেশ্যে আপনার এই শুভাগমন প্রভু?

রাজপুত্র। দেবকার্য্যে। স্বর্গে ভীষণ অর্থাভাব। তোমার শাপমুক্তি আসন্ন দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আমি এসেছি—জান্‌তে—স্বর্গে তুমি দেবতাদের ঋণ-দানে সম্মত কি না।

যক্ষ। প্রভু! দেবতারা ঋণ শোধে প্রায়ই পরাঙ্মুখ। তবে, দেবরাজের যখন আদেশ, প্রভু যখন স্বয়ং সমাগত… তখন দেবো!

রাজকন্যা। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ চাই!

যক্ষ। (রাজকন্যাকে) সে হবে'খন।

রাজপুত্র। হুঁ। ও কন্যাটি কে?

যক্ষ। আমার ভাবী বধূ! প্রভু!

রাজপুত্র। দেখছি রাজযোটক! · যক্ষ!

যক্ষ। প্রভু!

রাজপুত্র। আজ এখানেই রাত্রি বাস ক'রবো। বড়ো শ্রান্ত।

যক্ষ। প্রভু! দয়া ক'রে দর্শন দিন, সেবা ক'রে ধন্য হই।

রাজপুত্র। ওরে বৎস! অভিশপ্ত তুই!
মুক্তি অন্তে লভিবি দর্শন।
পুণ্যবতী ভাবী বধূ তব,
তারি পূজা পেতে আজি মন উচাটন।

রাজকন্যা। জ্ঞানহীনা অবোধ বালিকা,

নাহি জানি ভজন পূজন।

নৃত্য-গীতে পূজা করি দেবতা কুবেরে !

রাজকন্যার

নৃত্য

রাজপুত্র। তৃপ্ত আমি পূজা লভি' অয়ি সুকল্যাণি !

ভক্তিভরে সুনির্জ্জনে মনে মনে ডাকো মহেশেরে,

মম বরে আজি রাতে,

হবে তব ব্রত উদ্‌যাপন।

কালি প্রাতে মনোবাঞ্ছা পূরিবে নিশ্চয়।

রাজকন্যা। (সঙ্গে সঙ্গে)

কোথা হে মহেশ !

মনে মনে সুনির্জ্জনে

ডাকিতেছি তোমা—।

দয়া ক'রে দাও বর

মনোমত বরে যেন

কালি প্রাতে দিতে পারি মালা !

ভাবাবিষ্টের মতো চোখ বুজে ধ্যানস্থা হ'য়ে পড়লো। যক্ষ ইঙ্গিতে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে দ্বার টেনে দিয়ে চলে' গেল। কিন্তু,

এক ব্যাপার হ'ল, রূপা রাজকন্যার চোখ দু'টো দেখ্‌বে ব'লে
একা একা পালিয়ে ছিল। সে এখন লুকানো জায়গা থেকে
একটু বেরিয়ে সেখানে ব'সে পড়ল ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজ-
কন্যার নয়ন-সুধা পান ক'র্‌তে লাগল। রাজপুত্র
কলসের ভেতর যেই উঠে দাঁড়িয়েছে—অমনি এই দৃশ্য
দেখেই আবার কলসের ভেতর ব'সে পড়ল

রাজকন্যা। আর কেন? এইবার—এইবার—

রাজপুত্র। ওরে পাপীয়সি! সাবধান!
স্থনির্জ্জনে এই তোর পূজা?
মনে হয় রক্ষ কেহ—
আশে পাশে লুক্কায়িত।
হ্যাঁ, দিব্য দৃষ্টি দিয়া আমি
দেখিতেছি তাহা!

রাজকন্যা। সত্য যদি থাকে কেহ
অপরাধ ধ'রো নাকো তাহা।
কতটুকু শক্তি তার!
দেখা দাও! দেখা দাও—
দেবতা কুবের!

রাজপুত্র। কিবা রূপে দেখিবারে চাও মোরে
অয়ি সুকল্যাণি!
কিবা রূপে দেখা দিব তোরে?

রাজকন্যা। যক্ষরূপ ভালোবাসি—
দেখিয়াছি তাহা।
রাজপুত্রে ঘৃণা করি—
দেখি নাই কভু!
সেইরূপে দেখিবারে মন!

রাজপুত্র। তথাস্তু! তথাস্তু!

রাজপুত্র বেরিয়ে এল। রাজকন্যা উঠে দাঁড়াল! রূপা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল—রাজপুত্রকে আক্রমণ ক'র্‌তে চায় কিন্তু সাহসে কুলোয় না, কি জানি যদি দেবতা কুবেরই হন

রাজকন্যা। ধন্য আমি! ধন্য আমি!
সার্থক জীবন!
এক ভিক্ষা—জীবনের এক ভিক্ষা

আজি আমি মাগি তব কাছে।

নগ-স্বামী আশে, দয়া ক'রে নিয়ে চল

যেথায় মহেশ।

রাজপুত্র। অয়ি পুণ্যবতী! অয়ি যক্ষপ্রিয়া!

যক্ষ লাগি এত প্রেম তোর!

এসো এসো এসো ত্বরা!

এরা পলায়নোত্তম দেখে রূপা
আর থাকতে পারল না

রূপা। দৈত্যরাজ! দৈত্যরাজ!

ডাক্‌তে ডাক্‌তে সেখান থেকে
ছুটে বেরিয়ে গেল

রাজকন্যা। সর্ব্বনাশ!

রাজপুত্র। চল—পালাই!

রাজকন্যা। কোথায় পালাব? এখুনি ও গিয়ে দৈত্যরাজকে
খবর দেবে।

রাজপুত্র। তাহ'লে উপায়?

রাজকন্যা। আর উপায়! দলবল নিয়ে দৈত্যরাজ এল
ব'লে! এসেই—দেখেছ? (রাজপুত্রকে পাষাণ-মূর্ত্তির

কাছে এনে পাষাণ-মূর্ত্তি দেখাল) পাষাণ ক'রে রেখেছে।

রাজপুত্র। এরা কারা?

রাজকন্যা। যুগে যুগে ওর হাত থেকে আমাদের মতন যারা পালাতে গেছে—তাদেরই দু'জন! বাইরে নাকি এমন হাজার হাজার আছে।

রাজপুত্র। ছেলেটি বাঁশী বাজাতো।

রাজকন্যা। তোমারি মতন! এবার ওর মতো তুমি হবে পাষাণ, আমি হব পাষাণ।

বাঁশীটা রাজপুত্র নিল। ফুঁ দিল; বাঁশীটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি আলোকিত হ'ল

রাজকন্যা। একি! পাষাণে যেন প্রাণ দেখলাম!

নেপথ্যে—হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

রাজপুত্র। ও কি!

নেপথ্যে যক্ষানুচর রক্ষগণের সামরিক বাদ্য

ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল। সোনা ছুটে এল—নেপথ্যে

হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

সোনা। সর্ব্বনাশ! এখনো পালাও নি! ওরা যে আসছে!

নেপথ্যে—হাঁউ মাঁউ খাঁউ

রাজকন্যা। দৈত্যরাজ?

নেপথ্যে—মানুষের গন্ধ পাঁউ

সোনা। দৈত্যরাজ শিবপূজোয় ব'সেছে। আসছে যতো রাক্ষস……

রাজকন্যা। সোনা! সই! এখন উপায়?

সোনা। উপায় আছে! ওদের প্রাণ—সে তো তোমার হাতে!

রাজকন্যা। সেই ভোমরা?

সোনা। হ্যাঁ, সেই ভোমরা!

রাজকন্যা ছুটে গিয়ে ভোমরার

কৌটাটা হাতে নিল! যক্ষানুচর
রাক্ষসগণের প্রবেশ

রক্ষগণ। হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে যক্ষানুচরগণ রাজকন্যা ও রাজপুত্রকে
আক্রমণ ক'র্‌ল। যেই তারা এদের কাছে যায়—অম্‌নি
রাজকন্যা ভোমরাকে টিপে ধরে—সঙ্গে সঙ্গে এরা একটা
আর্ত্তনাদ ক'রে দূরে সরে যায়। ক্রমে রাজ-
কন্যা ভোমরাটাকে মেরে ফেল্‌ল। এরাও
সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে ম'রে গেল

রাজকন্যা। চল—পালাই—

দু'জনে পালাতে গিয়ে দেখে দ্বার
বন্ধ

রাজপুত্র। একি! দোর বন্ধ!

নেপথ্যে সহস্রকণ্ঠে অট্টহাস্য।
রাজপুত্র ও রাজকন্যা হতাশ হ'য়ে
একটা বেদীতে ব'সে পড়ল।
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্তূপ

রাজপুত্র ও রাজকন্যা। রাজপুত্রের হাতে বাঁশী

রাজকন্যা। রাজপুত্র! এই আমাদের বাসর!

রাজপুত্র। রাজকন্যা! এই আমার বাঁশী!

বাঁশীতে রাজপুত্র
ফুঁ দিল; পাষাণ-
মূর্ত্তি আলোকিত
হ'য়ে উঠল

রাজকন্যা। একি!

রাজপুত্র বাঁশীতে পুনরায় ফুঁ দিল। পাষাণ-
মূর্ত্তি পুনরায় আলোকিত হ'য়ে উঠল। এরা
দেখ্‌ল পাষাণ-মূর্ত্তির দু'টি মুখ—তাদেরই
প্রতিচ্ছবি

রাজকন্যা। (রাখালের মুখ দেখিয়ে, রাজপুত্রকে) এ যে
তুমি!

রাজপুত্র। (রাখাল প্রিয়ার মুখ দেখিয়ে) তুমি !

রাজকন্যা। আমরা ! অথচ দৈত্যরাজ ব'লেছে, হাজার বছর পূর্ব্বে এরা ছিল এক রাখাল আর এক রাখালী !

রাজপুত্র। সে জন্মে আমরা তাই ছিলাম রাজকন্যা। যুগে যুগে দৈত্যরাজ তোমাকে ধরে' এনেছে। যুগে যুগে আমি তোমায় উদ্ধার ক'রতে এসেছি। কোন বারই তোমায় উদ্ধার ক'রতে পারিনি। আজও পারলাম না। প্রতিবারই সে আমাদের পাষাণ ক'রে রাখ্‌বে।

রাজকন্যা। কিন্তু কতকাল ! আর কতকাল আমরা দৈত্যপুরে এমনি বন্দী হ'য়ে থাক্‌বো ! মুক্তি কি নেই ! মুক্তি কি নেই !

রাজপুত্র। এ জন্মে যদি না হয় পর-জন্মে হবে। আবার তুমি জন্ম নেবে, আবার আমি জন্ম নেব। এবার যদি মুক্তি না হয়, সেবার মুক্তি হবে ! ওগো আমার জন্ম জন্মান্তরের প্রিয়া ! জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি আর আমি-যুগ হ'তে যুগান্তরে ভেসে চলেছি—সুখে, দুঃখে

মিলনে বিরহে ! কতবার তোমায় হারিয়েছি . কতবার
তোমায় পেয়েছি—এবার হারাবো আবার পাবো !

রাজকন্যা। বাজাও বাঁশী—তবে বাজাও বাঁশী। যে কয়
মুহূর্ত্ত আমরা বেঁচে আছি—এই আমাদের বাসর !

রাজপুত্র বাঁশী বাজাতে লাগ্‌ল। এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের
অবতারণা হ'ল। পাষাণ-মূর্ত্তি আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল ! যেন
তাতে প্রাণ এল। মৃত রক্ষরা পুনর্জ্জীবীত হ'ল।
তাদের পা নাচতে লাগল। ক্রমে দেহ নাচ্‌তে
লাগল—তারা নাচ্‌তে নাচ্‌তে
একেবারে সব উঠে দাঁড়াল—

রাজকন্যা। দেখেছ ? দেখেছ ! বাঁশীর তানে পাষাণে
এসেছে প্রাণ ! প্রাণহীন দেহে এ'ল প্রাণ !

রাজপুত্র। মরণের মাঝে জীবনের অভিযান !

রাজকন্যা। এ আমাদের প্রেমের বাঁশী।
যে বাঁশীতে যুগে যুগে গেয়েছি
জীবনের গান।
সেই বাঁশী ওগো সেই বাঁশী !

গান

রাজকন্যা। সেই বাঁশী শুনি সেই বাঁশী,
যে বাঁশী বাজিল বৃন্দাবনে।
প্রেমের রাধিকা ছাড়ি গৃহবাস
যে বাঁশীতে মিলে শ্যাম বঁধু সনে
যে বাঁশীতে তনু পূজা-ফুল হয়,
যে বাঁশী থামিয়া বাজে হিয়াময়,
যে বাঁশীতে কানু ধরার ধূলায়
এনেছিলো প্রেম জ্যোছনা রাশি
সেই বাঁশী শুনি সেই বাঁশী॥

হঠাৎ মেঘ-গর্জ্জন—বাঁশী থামল! উদ্যত বর্শা হাতে নিয়ে এল রূপা—তার পেছনে দৈত্য! রূপা ও দৈত্যের মুখ ভ্রূকুটী কুটীল! ভীষণ ভয়ঙ্কর!

দৈত্যরাজ। মার্!—মার্!—মার্!—

রূপা। মার্—! মার্—! মার্—!

রক্ষগণ। মা—র্! মা—র্! মা—র্!

রূপা ও রক্ষগণ রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে আক্রমণ ক'র্‌তে অস্ত্র তুল্‌ল। ভীষণ ভয়ঙ্কর তাদের সেই মারণ-মূর্ত্তি

রাজকন্যা। (রাজপুত্রকে)

ক'রোনাকো ভয়
বাজাও বাঁশী,
তুমি বাজাও বাঁশি—
প্রেমের বাঁশরীতে
জীবনের গান গাও—

রাজপুত্র
বাঁশী বাজাতে
সুরু ক'র্‌ল অপূর্ব্ব
দৃশ্য। বাঁশী শুনতে শুনতে
আক্রমণকারীদের দ্বেষ হিংসা
জিঘাংসা দূর হ'য়ে গেল।
তাদের হাতের অস্ত্র
মাটিতে পড়ে'
গেল

দৈত্যরাজ। একি! একি! আমার হিংসা দ্বেষ চ'লে যাচ্ছে! ক্রোধ গ'লে জল হ'য়ে যাচ্ছে··· আমার প্রতিহিংসা-স্পৃহা —আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না! একি তবে আমার

মৃত্যু—একি তবে আমার মৃত্যু! ঐ বাঁশীটা—ঐ বাঁশীটা—

আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে দৈত্য যেন নিজেকে ছিনিয়ে নিচ্ছিল—একটা চরম প্রয়াসে যেন ছিনিয়ে নিল

দৈত্যরাজ। আ—আ—আঃ—

রাজকন্যা। ও এখন পালাবে—ও এখন পালাবে!

দৈত্যরাজ। তবু আমি থাক্‌বো। মুক্তি যখন পেলাম না—এই পৃথিবীতেই থাক্‌বো। পৃথিবীর বুকে নির্ব্বাসিত আমি—মানুষের ত্রাস হ'য়ে থাক্‌বো। আবার তোমাদের—আবার তোমাদের সুখ, শান্তি, প্রেম ধ্বংস ক'র্‌বো।

রাজকন্যা। বৃথা চেষ্টা! বৃথা আশা! এ আমাদের অনন্ত মিলন! এ আমাদের অনন্ত মিলন!

দৈত্যরাজ। অনন্ত মিলন! আচ্ছা সে আমি দেখ্‌বো।

রাজপুত্র। ভুল পথে ছিল যাওয়া—ভুল পথে ছিল আসা! মিলনে তাই ছিল গরমিল। তাই তুমি জিতেছিলে।

দৈত্যরাজ। আবার জিত্‌ব, আবার জিত্‌ব!

রাজকন্যা। যুগ যুগান্তের সাধনায়—জন্ম জন্মান্তরের পরিচয়ে

আজ আমরা মিলেছি—তোমারি পুরীতে—আমাদেরই ঐ পাষাণ তা'র সাক্ষী !

দৈত্যরাজ। তোমরা তা জেনেছ ! জেনেছ !

রাজকন্যা। শুধু জানিনি—সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি আমাদের জন্ম জন্মান্তরের হারিয়ে যাওয়া বাঁশী।

দৈত্যরাজ। হ্যাঁ, কিন্তু···ঐ বাঁশী আবার আমি······

বাঁশী কাড়্‌তে গেল

রাজকন্যা। মৃত্যুঞ্জয়ী ·দৈত্যজয়ী ঐ বাঁশী···

দৈত্যরাজ আর্তনাদ ক'রে পালাল

রাজপুত্র। এ আমাদের অনন্ত মিলন! এ আমাদের অনন্ত মিলন ! তবে না পাষাণের বাঁশীতে সুর উঠেছে —জীবনের গান বাজ্‌ছে !

রাজকন্যা। বাজাও বাঁশী, ওগো বাজাও বাঁশী, এ পাষাণ-পুরী আমরা ভাঙবো। কোথায় আছ হাজার হাজার বন্দী বন্দিনী—হাজার হাজার পাষাণ-প্রতিমা ! জাগো ! জাগো !

রাজপুত্র
বাঁশী বাজাল,
রাজকন্যা নাচল।
রক্ষরা এ নৃত্যে যোগ
দিল। ক্রীতদাস ক্রীত-
দাসীরা ছুটে এল। তারাও
এ আনন্দনৃত্যে যোগ দিল। রাজ-
পুত্র বাঁশী বাজাতে বাজাতে চ'লল।
সবাই তার পিছে পিছে চ'লল। কেবল গেল
না হস্ত! তার দেখাদেখি গেল না দন্ত! এবং অবশেষে
হসন্ত! বাঁশীর ডাক প্রতিরোধ ক'রবার জন্য হস্ত
একটা স্তম্ভ আঁকড়ে ধরে' রইল। কিন্তু,তার
পা লাফাচ্ছিল। সেটা বন্ধ হ'ল না;
দন্ত ও হসন্ত সেখানে দাঁড়াতে
চাইলেও দাঁড়াতে পাচ্ছিল
না। এ যেন জোয়ারে
তাদের ভাসিয়ে
নিয়ে যেতে
চাইছে।

হন্ত! যাক্ বাবা! এই থাম্‌টা থপ্ ক'বে ধ'রতে পেবেছিলাম ব'লে ওদের সঙ্গে ভেসে গেলাম না! কিন্তু কি বাঁশীবে বাবা, কি বাঁশী। শুন্‌ছি আব পা দুটো লাফাচ্ছে! স্থিব হ'যে দাঁড়াতে পারছি না!

দন্ত। এ—এ—এ—এ—এই! টেনে নিচ্ছে বে হন্ত, টেনে নিচ্ছে—ধব—ধব—ধর—ধব যা—যা—যা—যাক্ বাবা।

হন্ত ও দন্ত। সামাল! সামাল!

হসন্ত। গেল—গেল—গেল—গেল—বা—বা—বা ব্যস্। (হাত দিযে কান চেপে ধ'বল) তোরা কি বোকা! এই দেখ আমি কেমন দাঁডিযে আছি। বাঁশী ত বাঁশী, কামান বাজ্‌লেও আব আমাকে টান্‌তে পারছে না।

হন্ত। তাইতো! সোজা বুদ্ধি—

কান ঢাকল

দন্ত। ঠিক!

দু' কান ঢাক্‌ল

তিনজনেই দু'কান শক্ত ক'রে হাত দিয়ে ঢেকে কথাবার্ত্তা কইছে।
বলা বাহুল্য কেউ কারো কথা শুন্‌তে পাচ্ছে না। শোনবার
জন্য মাঝে মাঝে যেই কান ছেড়ে দিচ্ছে—অমনি
বাঁশীর স্বর শুনে—"ওরে বাবা!" ব'লে
লাফিয়ে উঠ্‌ছে—বাঁশীও দূরে যাচ্ছে!

হসন্ত। (হন্তকে) মতলবটা কি? না গিয়ে এখানে থেকে গেলে যে?

হন্ত। কি ব'লছিস্ শুন্‌তে পাচ্ছি না।

দন্ত। (আপন মনে) কি যেন বলাবলি ক'র্‌ছে! ভাগ বাটোয়ারা হ'চ্ছে না তো! (কান ছেড়েই বাঁশী শুনে লাফিয়ে উঠ্‌ল) ওরে বাবা!

হসন্ত। (আরো চেঁচিয়ে হন্তকে) এখানে থাক্‌বার মত্‌লবটা কি?

হন্ত। শুন্‌তে পাচ্ছি না, আরো জোরে বল!

হসন্ত। ব্যাটা কালা নাকি!

দন্ত। (আপন মনে) কি যেন ভাগ হ'চ্ছে! কার চোখ? কে নিচ্ছ বাবা? না—না চোখ কিন্তু আমার! না:...

(কান ছেড়ে দেখ্‌লে—বাঁশী শোনা যাচ্ছে না)

যাক্ বাঁশীটা থেমেছে !

দন্ত—হস্ত ও হসন্তকে ইসারায় বুঝিয়ে দিল, এখন কান ছাড়তে পারো। তারা দেখ্‌ল দন্ত কান ছেড়েও নাচছে না

হস্ত। বাঁশী তাহ'লে থেমেছে ?

কান ছাড়ল ; তাদের দেখাদেখি হসন্তও ছাড়ল

দন্ত। (হস্তকে) মতলবটা কি ? না গিয়ে এখানে থাকবার মতলবটা কি ?

হস্ত। যাবার মতলবেই থাক্‌লাম। তা তোদের ব'লতে পারি। এতো আছে যে তা তিনজনে কেন তিনশজনে নিলেও ফুরোবে না।

দন্ত। যথের ধন !!

হস্ত। চুপ !

হসন্ত। কথাটা আমার মাথায় এসেছিল সবার আগে—স্বপ্নে ! রাম-ভাগটা কিন্তু আমার।

দন্ত। মুক্তার মালা আমার একটা চাই-ই !—মুক্তার জন্ত !

হস্ত। মুক্তার জন্য! মুক্তা তো আমার!

হসন্ত। ভাগ নিয়ে আবার সেই গোল!

মুক্তার প্রবেশ

মুক্তা। এই—তোমরা শুনেছ? তোমরা শুনেছ?

তিনজন। কি? কি?···

মুক্তা। দৈত্যরাজ নাচ্‌বে! দৈত্যরাজ নাচ্‌বে!

তিনজন। দৈত্যরাজ নাচ্‌বে!!!

মুক্তা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—রাজপুত্র রাজকন্যা গেছে—দৈত্যরাজকে ধ'রতে গেছে। রাজকন্যা আমায় আসর সাজাতে পাঠিয়েছে। আসর কর—আসর কর—

তিনজন। বলে কি—দৈত্যরাজ নাচ্‌বে!!!

মুক্তা
নাচ্‌বে সে যে নাচ্‌বে
নাচ্‌লে পরে বাঁচ্‌বে
আমরা যাবো নাচিয়ে তারে
লাগ্‌বে নাচন হাড়ে হাড়ে
ওকে নিয়ে নাচ্‌ছি;
তবে আমরা যাচ্ছি।

দন্ত, হস্ত ও হসন্ত। আমরাও তো যাচ্ছি,
তোমার সাথেই যাচ্ছি।

হস্ত। মুক্তা তুমি কার?—

দন্ত। মুক্তা তুমি—কার?

হসন্ত। মুক্তা তুমি কার—?

মুক্তা। আমার আছে খুড়ো মশাই—
আমি হ'চ্ছি তার!

দন্ত ও হসন্ত। (হস্তকে) ঐ তবে সে হস্ত-খুড়ো
—মুক্তা তুমি কার?

মুক্তা। আমার আছে জ্যেঠামশাই
আমি হ'চ্ছি তার!

হস্ত ও হসন্ত। (দন্তকে) ঐ তবে সে দন্ত-জ্যাঠা
—মুক্তা তুমি কার?

মুক্তা। আমার আছে পিসেমশাই—
আমি হ'চ্ছি তা'র!

হস্ত ও দন্ত। (হসন্তকে) ঐ তবে সে পিসেমশাই
—মুক্তা তুমি কার?

মুক্তা। এক যে কিশোর রাজার কুমার
সায়রে ঘুমায় (দুধসায়রে হায়)
শুক্তি মাঝে মুক্তা বুঝি
তারেই কেবল চায়।
প্রেমের বেণু বাজ্‌বে কবে ?
রাজপুত্তুর জাগ্‌বে কবে ?
শুক্তি ভেঙে মুক্তা তবে
রাজকুমারে পায়।

প্রস্থান

হস্ত, দন্ত ও হসন্ত। বাজাও তবে বাজাও বাঁশী
সবাই নাচুক ফুটুক হাসি—
আমরা নাচি ধেই ধাপড়
দৈত্য নাচুক তার ওপর !

তিনজনে নাচ্‌তে
সুরু কর্‌ল ; দৈত্য
রাজের প্রবেশ

দৈত্যরাজ। শেষে আমারি পুরীতে আমারি এই অপমান !

ভয়ে সকলে আঁৎকে উঠ্‌ল

দৈত্যরাজ। তোমরা আমার এ পুরী ছেড়ে চলে' যাও—
চলে' যাও—

সকলে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল

দৈত্যরাজ। দয়া ক'রে এইটুকু দয়া আমায় করো!

রক্ষগণের প্রস্থান

সবাই আজ মুক্ত! আনন্দের আজ মহাযজ্ঞ! অথচ এই মহাযজ্ঞে—আমিই—আমিই কি শুধু নির্ব্বাসিত! আর সবাই আজ মুক্ত! জরা-মরণশীল মানব! তারই কাছে হ'ল আমার পরাজয়! কি অসাধারণ ওদের প্রেম! জন্ম জন্মান্তরেও তা ধ্বংস হ'ল না! আমার যুগান্তের চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে ওরা জিত্‌ল—প্রেমের বন্যায় সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে' গেল! আমার শ্মশানে রইলাম আমি একা!

সোনা ও রাজকন্যার প্রবেশ। সোনাকে নিয়ে রাজকন্যা অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল; সোনাকে দ্বারে রেখে এগিয়ে এল

রাজকন্যা। না, আমরাও র'য়েছি!

দৈত্যরাজ। এই যে রাজকন্যা! তোমার আর কি ছলনা —আমার আর কি লাঞ্ছনা বাকী আছে—রাজকন্যা?

রাজকন্যা হেসে উঠ্‌ল

দৈত্যরাজ। সাবধান! আমার ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে

রাজকন্যা। (বিজয়িনীর মতো দৃপ্তকণ্ঠে) তোমাকে আমাদের সঙ্গে নাচ্‌তে হবে।

দৈত্যরাজ আর্ত্তনাদ ক'রে রাজকন্যার দিকে সকাতরে চাইল

রাজকন্যা। আমার কিছুমাত্র দয়া হ'চ্ছে না। তুমি ব'লেছ, তুমি বাঁশী কেড়ে নেবে। যুগে যুগে আবার তুমি মানুষের মন ভাঙবে—মানুষের জীবন—মানুষের সংসার মরুভূমি ক'র্‌বে। এমন একটি দৈত্য—এমন একটি শয়তান পৃথিবীর বুকে রেখে···আমরা আজ যেতে পারি? ···পারি না! তোমাকে আমরা বন্দী ক'র্‌বো—বন্দী ক'রে নির্ব্বাসন দেবো—ঐ স্বর্গে!

'স্বর্গে' শোনামাত্র দৈত্যরাজের মুখ আনন্দোজ্জ্বল

হ'য়ে উঠ্‌ল। তখন ভাব্‌ল
এ আর এক ছলনা। আনন্দ
নিভে গেল—

দৈত্যরাজ। মানবীর আর এক নাম—ছলনা। আমি তা মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি রাজকন্যা! আর কেন?

রাজকন্যা। ছলনা! তোমাকে দণ্ড দেব—তাও ছলনা! দেখ্‌ছি তোমাকে নাচাতেই হ'ল। সোনা!

সোনা এগিয়ে
এল

রাজপুত্রকে ডেকে আনো! বাঁশী বাজ্‌বে, দৈত্যরাজ নাচ্‌বে।

দৈত্যরাজ। সোনা! সোনা! (গিয়ে তার হাত ধ'র্‌ল) তোকেই খুঁজছিলাম।

রাজকন্যা। ও হারাবার মেয়ে নয় দৈত্যরাজ!

দৈত্যরাজ। জীবনে তোকে যত বিশ্বাস ক'রেছি এমন আর কাউকে বিশ্বাস করি নি।

রাজকন্যা। হ্যাঁ, এ কথা আমিও বিশ্বাস করি।

দৈত্যরাজ। প্রথম যেদিন তোকে দেখি, মনে হ'ল শাপভ্রষ্টা কোনও দেবী।

রাজকন্যা। আজ আমারও তাই মনে হ'চ্ছে।

দৈত্যরাজ। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্ত জীবন,—অনন্ত যৌবন তোকে দিতে চাইলাম—কিন্তু, তবু তোর মন পেলাম না।

রাজকন্যা। আশ্চর্য্য মানুষের মেয়ে!

দৈত্যরাজ। তোকে সেই দিনই পাষাণ ক'র্‌তাম কিন্তু পার্‌লাম না!

রাজকন্যা। একটা মোহ!

দৈত্যরাজ। ক'র্‌লাম ক্রীতদাসী!

রাজকন্যা। সর্ব্বদা চোখের সামনে রাখ্‌তে হ'লে তা ছাড়া আর উপায় কি?

দৈত্যরাজ। মনে ক'র্‌তাম, এ পুরীতে আমার একমাত্র হিতাকাঙ্খিনী যদি কেউ থাকে—সে তুই! জীবন দিয়ে তোকে বিশ্বাস ক'রেছিলাম।

রাজকন্যা। অথচ ঐ মেয়েই কিনা গোপনে গোপনে আমাকে ক'র্‌ল সাহায্য! রাজপুত্রকে ডেকে

এনে ব'লল, "রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে পালাও !"

দৈত্যরাজ। সোনা! একি!

রাজকন্যা। সত্যিই তো, এ কী! প্রেম নয় তো!

দৈত্যরাজ। প্রেম!

রাজকন্যা। বুঝতে পারছি না।...আমায় তাড়ায় কেন? রাতদিন ব'সে চুপি চুপি মালা গাঁথে। কার জন্য গাঁথে?

দৈত্যরাজ। ভাববার কথা!—

রাজকন্যা। ভাববার কথা।...

দৈত্যরাজ। আমাকে ভালবাসে! তবে মুখে বলে না কেন?—ক্রীতদাসী! সাহস নেই!—কিন্তু যখন ক্রীতদাসী ছিল না—যখন আমার অতুল ঐশ্বর্য্য—অনন্ত প্রতাপ, ওকে নিবেদন ক'রেছিলাম—তখন কেন—(চিন্তা) ও, বোধ হয় ঐশ্বর্য্যের কাঙাল ছিল না!...তবে কি আমার যুগ যুগান্তরের ব্যথা, যুগ যুগান্তরের হাহাকারেই ওর মন গ'ল্‌ল।...না, না! তা কি ক'রে হয়!

রাক্ষস—ক্রীতদাস ক্রীতদাসী—মুক্তা ও রাজপুত্রের

প্রবেশ। সকলে এসে পেছনে দাঁড়াল, রাজপুত্র
চুপি চুপি কলসে ঢুক্‌ল

কিন্তু মালাটা তবে কার জন্যে গাঁথে ?

রাজকন্যা। সেটা ওকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস ক'র্‌লেই হয় ! ক্রীতদাসী—আদেশও করা যেতে পারে—"যাঁর জন্য মালা গাঁথো—লজ্জা না ক'রে—সবার সামনে—তার গলায় মালা দাও !"

দৈত্যরাজ। ক্রীতদাসী যার জন্য মালা গেঁথেছ তার গলায় মালা দাও—

সোনা এগিয়ে এসে দৈত্যরাজের সামনে দাঁড়াল

দৈত্যরাজ। একি ! একি···সত্য ?

রাজপুত্র। (কলসের ভেতর থেকে) বৎস যক্ষ !

রাজকন্যা। দৈববাণী !

রাজপুত্র। বৎস যক্ষ, মানুষের ঐ মেয়ের সামনে তোমার উচ্চ শির নত করো। তোমার ঐশ্বর্য্য ওকে জয় ক'রতে পারে নি, ওকে জয় ক'রেছে তোমার দুঃখ !

যক্ষ শির নত ক'র্‌ল—সোনা মালা দিল

শঙ্খধ্বনি

রাজপুত্র। বৎস যক্ষ, তোমার শাপমুক্তি হ'ল—এইবার স্বর্গে—

রাজকন্যা। যক্ষের নির্ব্বাসন! ভগবান কুবের দয়া ক'রে দর্শন দান করুন! আমরা ধন্য হই।

রাজপুত্র। তথাস্তু!

রাজপুত্রের আত্মপ্রকাশ

দৈতরাজ। একি! রাজপুত্র!

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল

গান

সোনা রূপা ও মুক্তা। রাজপুত্তুর পেলো শেষে
রাজকন্যা তার।

রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনা, রূপা ও মুক্তা।
মুক্তি পেয়ে যক্ষ রাজার
স্বর্গে অভিসার।

সকলে। মোদের কথা ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো

যবনিকা